জীবনের বাঁকে বাঁকে

যা দেখেছি যা জেনেছি

১লা বৈশাখ ও কানসাট

তাসরীনা শিখা

এসো হে বৈশাখের আনন্দ ধ্বনিতে ভরে ছিল গত দুই সপ্তাহ যাবৎ টরন্টো শহরটি। শুধু বিভিন্ন সংগঠনই নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বিভিন্ন বাড়ীতে পালিত হলো পহেলা বৈশাখ। গান বাজনায় - ঈলিশ মাছ, ভর্তাভাজি ও পিঠা আরো বহু মজাদার খবোরে বৈশাখ পালন করলাম আমরা প্রবাসী বাঙালীরা। বাঙালীর শত শত বৎসর যাবত বৈশাখী উৎসব যেন আরো আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠছে প্রতিটি বছর নুতন করে। ১লা বৈশাখ এখন বাঙালী জাতির শেষ্ঠ উৎসব। বৈশাখী মেলা ও বৈশাখের অনুষ্ঠানগুলোতে মানুষের ঢল নামে মনের আবেগে স্বতঃস্ফুর্তভাবে। এ উৎসবে কাউকে ডেকে আনতে হয় না। লোক জড় করার জন্য প্রচেষ্টাও চালাতে হয় না। শুধু বাংলাদেশে নয়, আমরা প্রবাসী বাঙালীরা মেতে উঠি এই উৎসব উপভোগ করার জন্য।

এমনি একটি টরন্টোর বৈশাখী মেলায় একজন রিকশা চালককে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম সেদিন। আরে এ মার্কোজ না ? সেই জার্মান ভদ্রলোক যার কণ্ঠে 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' গানটি শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম বছরখানেক আগে একটি অনুষ্ঠানে। তাকে নিয়ে একটি নিবন্ধও লিখেছিলাম। সেই জার্মান মার্কোসকে আমি আবারো দেখলাম বৈশাখী মেলায় রাস্তায় কয়েকটি বাচ্চাকে রিকশায় বসিয়ে রিকশা চালাচ্ছে। আমাকে দেখে মার্কোজ হাত নাড়লো। আমি এগিয়ে গিয়ে বিস্মিত হয়ে মার্কোজকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার আপনি রিকশা পেলেন কোথায়? সে তার জার্মান উচ্চারনে বাংলায় বললো , "আমি বাংলাদেশ থেকে আনিয়েছি চালাবার জন্য এই রিকশটি"। আমি অবাক হয়ে বললাম, "এতবড় জিনিষটা আপনি কি করে আনলেন?" সে আমাকে বর্ননা দিয়ে বোঝালো কি করে সে প্যাক করেছে, কিভাবে শিপমেন্ট করেছে ইত্যাদি। ও একটা হারমোনিয়ামও এনেছিল বাংলাদেশ থেকে গতবার যখন তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। গতবছরের পর থেকে প্রায়ই মার্কোজের সাথে আমার দেখা হয় বিভিন্ন বাংলা অনুষ্ঠানে। দেখা হতেই সে তার জার্মানী উচ্চারনে বাংলায় গল্প জুড়ে দেয় আমার সাথে। আমি অবাক হয়ে ভাবি ও কেন আসে মাঝে মাঝে বাংলা অনুষ্ঠানগুলো দেখতে, কতটুকুই সে বুঝে বাংলা সংস্কৃতির। দুই তিন বছর কর্মরত অবস্থায় বাংলাদেশে বসবাস করে কি করে একজন বিদেশীর বাংলাদেশ সম্পর্কে এতটা ভালবাসা জন্মাতে পারে। সেদিন মার্কোজকে খালি পায়ে বাচ্চাদের নিয়ে বিনে পয়সায় রিকসায় ঘুরতে দেখে ভাবছিলাম একজন বিদেশী বাংলাদেশকে যেভাবে ভালবাসছে আমরা নিজেরাও হয়তো অনেকে বাংলাদেশী হয়ে প্রবাসে বা দেশে যেখানেই থাকি দেশের মানুষকে, দেশকে এতটা ভালবাসতে পারছি না।

দেশে ও প্রবাসে আমরা যখন বৈশাখী উৎসবে মত্ত তখন কানসাটের জনগন পুলিশের ভয়ে আমবাগানে জঙ্গলে লুকিয়ে রাত কাটাচ্ছে অনাহারে অনিদ্রায় প্রচন্ড গরমে মশার কামড়ে। মনে প্রশ্ন জাগে কানসাট কি বাংলাদেশের বাইরের কোন ভুখন্ড যেখানে মানুষরা এখনো পরাধীন? যেখানে মানুষদের দাবী জানাবার অধিকার নাই। যেখানে মানুষের বিদ্যুৎ নেই বলে পাম্প চালাতে পারছে না বলে প্রতিবাদী হতে পারে না। গরীব কৃষকরা ও জনগন বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করে যাচ্ছে কিন্তু বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। তাদের একটাই দাবী ছিল আমরা বিদ্যুৎ চাই। সেই বিদ্যুতের দাবী তাদের আলোক সজ্জা করার

জন্য নয়, এ দাবী তাদের এয়ার কন্ডিশন রুমে বসে থাকার জন্য নয়, এই দাবী তাদের কম্পিউটার চালাবার জন্য নয়। এই দাবী তাদের পেটের দায়ে, তাদের চাষাবাদের জন্য, তাদের বেঁচে থাকার জন্য। কানসাটে পুলিশ বাহিনী যেরকম অমানবিক নির্যাতন করলো জনগনের উপর, গরীব চাষী কিশোর বৃদ্ধ ও নারীর উপর, তারপরও কি আমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে আমরা কোন গনতান্ত্রিক স্বাধীন দেশে বসবাস করছি। যখন পত্রিকার পাতায় দেখলাম এক বৃদ্ধাকে পুলিশেরা ধরে মারধোর করছে, টেলিভিশনে দেখলাম কৃষক ও যুবকদের দড়ি দিয়ে বেধে নিয়ে যাচ্ছে, তখন মনে হচ্ছিল এরা বাংলাদেশী পুলিশ বাহিনী নাকি বর্বর পাকিস্থানী সেনাবহিনী, নাকি আমরা এখনো বৃটিশ আমলেই আছি যখন কৃষকরা প্রান দিয়েছিল নীলচাষের জন্য। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর হিংস্রতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। পুলিশের দ্বারা জনগনের নির্যাতন, নারী নর্যিাতন, সাংবাদিক নির্যাতন - এ যেন প্রতিযোগিতামুলক হয়ে গেছে। বাংলাদেশের নিরীহ মানুষদের কেন লুকিয়ে থাকতে হবে শিশু পুত্র কন্যাদের নিয়ে বনে জঙ্গলে পুলিশ বাহিনীর ভয়ে? এরাতো কেউ সন্ত্রাসী নয়, খুনী নয়, বোমাবাজ নয়। তাদের কি একটাই অপরাধ তারা অধিকার আদায়ের দাবী জানিয়েছিল? তারা স্লোগান তুলেছিল আমরা বিদ্যুৎ চাই। একটা গনতান্ত্রিক দেশের জনগন তাদের ন্যায্য দাবী জানাতে পারছে না। আমরা কি তাহলে এখনো পরাধীন? আবারো কি আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের? সরকার বলে যাচ্ছেন দেশ উন্নতির শীর্ষে উঠে যাচ্ছে। মানুষের কোন সংকট নেই। এ কোন হাস্যকর প্রহসন। যখন জনগন বিদ্যুৎ পাচ্ছে না, ছাত্ররা পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে পারছে না, মানুষ গরমে হাসপাস করছে, কৃষকরা পাম্প্স চালাতে পারছে না বলে কৃষিকার্য বন্ধ, চাষের জমি ফেটে চৌচির, কারখানায় ধান ছাটাই হচ্ছে না, কৃষকরা অনাহারের আশংকায় আতংকিত তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষনা দিচ্ছেন সমস্যাহীন বাংলাদেশের। আজ একটি কানসাটে পুলিশ নির্যাতন করে কানসাট বাসীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সারা বাংলাদেশ যখন কানসাটের মত জেগে উঠবে তখন সরকারীদল কি করবে? পুলিশ বাহিনীর ভয়ে বাংলাদেশের পনেরোকোটি মানুষ কোন জঙ্গলে লুকাবে? নাকি সরকারীদল ও পুলিশ কর্মকর্তাদের আমবাগান খুঁজে বেড়াতে হবে আত্মগোপনের জন্য?

মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ যেন নির্যাতনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তা না হলে এত অত্যাচার, এত অবিচারের পরেও কিভাবে স্বাধীনদেশের জনগন এখনো সেভাবে রুখে দাড়াতে পারছে না? বাঙালী জাতি সংগ্রামী জাতি, যে জাতি সংগ্রাম করে ভাষা আদায় করেছে, যে জাতি সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সে জাতি কি করে সহ্য করছে এত অন্যায়? এতে করে প্রমানিত হচ্ছে বাংলাদেশের অশুভ শক্তি বেশী শক্তিশালী শুভ শক্তির চাইতে।

বাংলাদেশের হাজারো সমস্যার মাঝে বিদ্যুৎ সমস্যার সুরাহা হয়ত একদিন হবে, কিন্তু ফিরে আসবেনা কানসাটের বিশজন আত্মাহুতি দেয়া মানুষ। বাংলাদেশের কিশোররা হয়ত আবারো বিদ্যুতের আলোতে পরতে বসবে, টিভি দেখবে, কম্প্লুটার চালাবে, কিন্তু ফিরে আসবে না কানসাটের এগারো বছরের আনোয়ার। সে প্রান দিয়েছে পুলিশের গুলিতে। বাংলাদেশের সব মায়েরা জড়িয়ে ধরবে তার কিশোর পুত্রকে, কিন্তু কানসাটের আনোয়ারের মা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তাকিয়ে থাকবেন তার কিশোর পুত্র আনোয়ারের গুলিবিদ্ধ ফুটো সার্টটির দিকে। তবু আমরা গর্বিত আমরা স্বাধীনদেশের নাগরিক। আমরা গর্বভরে আনন্দ উৎসব করে পালন করি জাতীয় উৎসবের দিনগুলি। আমরা যদি কানসাটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন কোনে দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা কতটুকু গর্বিত হতে পারবো স্বাধীনদেশের নাগরিক হিসেবে? আনোয়ারের রক্তমাখা সার্ট ও নিজের দেশে জীবন রক্ষার জন্য নিরীহ মানুষদের আত্মগোপন করা দেখে কি মনে হয় না আমরা এখনো পরাধীন? নববর্ষে শুধু আনন্দ উৎসব করে নুতন বছরকে স্বাগতম জানানোই আমাদের দায়িত্ব না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। আমরা প্রতি বছরই ভাববো সচেতন ও সক্রিয় হয়ে অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ করে কতটুকু আমরা এগিয়ে যেতে পারছি এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ করে কতটুকু সুন্দর জীবন আমরা গড়ে তুলতে পারছি। তাহলেই হয়ত প্রতিটি নুতন বছরই আমাদের কাছে হয়ে উঠবে সমৃদ্ধশালী।

তাসরীনা শিখা ঃ টরন্টো প্রবাসী লেখক